তীমথিয়ের প্রতি প্রথম পত্র

1 আমি পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন প্রেরিত। আমাদের
ত্রাণকর্তা ঈশ্বর ও প্রত্যাশাস্থল খ্রীষ্ট যীশুর
অনুমতিক্রমে আমি এই পদে নিযুক্ত।
2আমি তীমথিয়ের কাছে এই চিঠি লিখছি: তুমি
আমার প্রকৃত পুত্রের মতো কারণ তুমি বিশ্বাসী।
পিতা ঈশ্বর ও আমাদের প্রভুয খ্রীষ্ট যীশু তোমার
প্রতি অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি প্রদান করুক।

ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

3আমি চাই তুমি ইফিষে থাকো; মাকিদনিয়া যাবার
সময় আমি তোমাকে এই অনুরোধ করেছিলাম। ইফিষের
কিছু লোক ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছে। তুমি ইফিষে থেকে সেই
লোকদের সাবধান করে দাও, যেন তারা ভ্রান্ত শিক্ষা না
দেয়। 4তাদের বলো তারা যেন ধর্মীয় উপকথা নিয়ে,
বংশের অন্তহীন তালিকা নিয়ে সময় না কাটায়। ওসবে
অযথা তর্কের সৃষ্টি হয়, ঈশ্বরের কাজে ওসব সাহায্য
করে না। ঈশ্বরের কাজ বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। 5এই
আদেশের আসল উদ্দেশ্য হল সেই ভালবাসা জাগিয়ে
তোলা। সেই ভালবাসার জন্য প্রয়োজন শুচি হৃদয়, সৎ
বিবেক ও অকপট বিশ্বাস। 6কিছু লোক আছে যারা
এসব থেকে দূরে সরে গেছে আর তারা এমন সব কথা
বলে যা মূল্যহীন। 7তারা বিধি-ব্যবস্থার শিক্ষক হতে
চায়, অথচ তারা যে কি বলে তার অর্থ নিজেরাই জানে
না। এমন কি যে বিষয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর
দিয়ে বলে তারা নিজেরাই সেই বিষয় সম্বন্ধে বোঝে
না। 8কিন্তু আমরা জানি যে, বিধি-ব্যবস্থা উত্তম, যদি
কেউ তা ঠিক মতো ব্যবহার করে। 9আমরা আরো
জানি যে বিধি-ব্যবস্থা ধার্মিক লোকদের জন্য নয়; কিন্তু
যারা ঈশ্বরবিরোধী, বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গকারী, পাপী,
অপবিত্র, অধার্মিক, যারা মা-বাবাকে হত্যা করে, যারা
খুন করে, তাদের জন্য। 10যারা যৌন পাপে পাপী,
সমকামী, যারা দাস-বিক্রির ব্যবসা করে, যারা মিথ্যা
বলে, যারা মিথ্যা শপথ করে, দোষারোপ করে ও যারা
কোন না কোনভাবে ঈশ্বরের সত্য শিক্ষার বিরোধিতা
করে, বিধি-ব্যবস্থা তাদের জন্য দেওয়া হয়েছে।
11সেই শিক্ষা পরম ধন্য ঈশ্বরের মহিমাময়
সুসমাচারের অংশ, যা তিনি আমায় বলতে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের দয়ার জন্য ধন্যবাদ

12আমি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ জানাই,
কারণ তিনি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁর সেবা করার
কাজে নিযুক্ত করেছেন। 13অতীতে আমি খ্রীষ্টের নামে
নিন্দা করতাম, তাঁকে নির্যাতন করতাম ও তাঁর প্রতি
খারাপ ব্যবহার করতাম ; কিন্তু ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া
করলেন, কারণ অবিশ্বাসী অবস্থায় আমি ঐসব কাজ
করেছিলাম এবং কি করছিলাম তা জানতাম না। 14কিন্তু
আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ পরিপূর্ণরূপে আমাকে দেওয়া
হল। সেই অনুগ্রহের সঙ্গে এল খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও
ভালবাসা।
15এখন আমি যা বলছি তা সত্য, তা সম্পূর্ণভাবে
তোমাদের গ্রহণ করা উচিত। খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের উদ্ধার
করার জন্য জগতে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমিই
তো সবচেয়ে বড় পাপী ; 16কিন্তু এই কারণেই আমার
প্রতি দয়া করা হয়েছে। পাপীদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য
হলেও খ্রীষ্ট যীশু আমার প্রতি তাঁর পূর্ণ ধৈর্য দেখালেন।
যারা পরে তাঁর উপর বিশ্বাস করবে ও অনন্ত জীবন
পাবে তাদের সামনে আমাকে এক দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখলেন।
17যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, অক্ষয়, অদৃশ্য ও একমাত্র
ঈশ্বর; যুগপর্যায়ে যুগে যুগে তাঁরই সম্মান ও মহিমা
হোক্। আমেন।
18তীমথিয়, তুমি আমার পুত্রের মত। আমি তোমাকে
একটি আদেশ দিচ্ছি। অতীতে তোমার সম্পর্কে যে
ভাববাণী ছিল তার সঙ্গে মিল রেখে এই আদেশ। এসব
কথা আমি তোমাকে জানাচ্ছি যেন তুমি সেই ভাববাণী
অনুসারে চলতে পার ও বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ
করতে পার। 19তুমি বিশ্বাস ও সৎবিবেক রক্ষা করে
এই সংগ্রাম চালিয়ে যাও। কিছু কিছু লোক তাদের সৎ
বিবেক পরিত্যাগ করেছে; আর ফলস্বরূপ তারা তাদের
বিশ্বাস ধ্বংস করেছে। 20তাদের মধ্যে হুমিনায় ও
আলেক্সান্দর রয়েছে, আমি তাদেরকে শয়তানের হাতে
তুলে দিয়েছি যাতে তারা উচিত শিক্ষা পায় এবং ঈশ্বর
নিন্দা আর কখনও না করে।

স্ত্রী ও পুরুষের জন্য কিছু নিয়ম

2 আমার প্রথম অনুরোধ এই যে তোমরা সকল মানুষের
জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। সকল মানুষের
জন্যই ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বল। তাদের যা কিছু প্রয়োজন
তা ঈশ্বরের কাছে চাও ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হও।
2বিশেষ করে রাজাদের ও আধিকারিক সকলের জন্য
প্রার্থনা করা উচিত যেন আমরা নীরবে ও শান্তিতে
জীবনযাপন করতে পারি, যে জীবন হবে ঈশ্বরভক্তি ও
ঈশ্বরের উপাসনায় পূর্ণ। 3এরকম করা ভাল, এতে
আমাদের ত্রাণকর্তা সন্তুষ্ট হন। 4তাঁর ইচ্ছা এই যেন
সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায় ও সত্য জানতে পারে। 5কারণ
একমাত্র ঈশ্বর আছেন আর ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে
কেবল একমাত্র পথ আছে, যার মাধ্যমে মানুষ ঈশ্বরের

কাছে পৌঁছাতে পারে। সেই পথ যীশু খ্রীষ্ট, যিনি নিজেও একজন মানুষ ছিলেন। 6সমস্ত লোকদের পাপমুক্ত করতে যীশু নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যীশুর এই কাজ সঠিক সময়ে প্রমাণ করল যে ঈশ্বর চান যেন সব লোক উদ্ধার পায়। 7এই জন্যই অইহুদীদের কাছে আমাকে সুসমাচারের প্রচারক ও প্রেরিতরূপে এবং বিশ্বাসের ও সত্যের শিক্ষক হিসাবে মনোনীত করা হল। আমি সত্যি বলছি, মিথ্যা বলছি না। 8আমার ইচ্ছা এই যে, সমস্ত জায়গায় পুরুষেরা প্রার্থনা করুক। যারা প্রার্থনার জন্য ঈশ্বরের দিকে হাত তুলবে তাদের পবিত্র হওয়া চাই। তারা মনে ক্রোধ না রেখে ও তর্কাতর্কি না করে প্রার্থনা করুক।

9অনুরূপভাবে আমি চাই নারীরা যেন ভদ্রভাবে ও যুক্তিযুক্ত ভাবে উপযুক্ত পোশাক পরে তাদের সজ্জিত করে। তারা নিজেদের যেন শৌখিন খোঁপা করা চুলে বা সোনা মুক্তোর গহনায় বা দামী পোশাকে না সাজায়। 10কিন্তু সৎকাজের অলঙ্কারে তাদের সেজে থাকা উচিত। যে নারী নিজেকে ঈশ্বরভক্ত বলে পরিচয় দেয়, তার এইভাবেই সাজা উচিত।

11নারীরা সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক নীরবে নতনম্র হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক। 12আমি কোন নারীকে শিক্ষা দিতে অথবা কোন পুরুষের ওপরে কর্তৃত্ব করতে দিই না; বরং নারী নীরব থাকুক। 13কারণ প্রথমে আদমকে এবং পরে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

14আদমকে দিয়াবল বোকা বানাতে পারে নি ; কিন্তু নারীকেই দিয়াবল সম্পূর্ণভাবে বোকা বানিয়ে পাপে ফেলেছিল। 15তবু যদি আত্মসংযমের সাথে বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় তারা জীবনযাপন করতে থাকে, তবে নারী মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করে উদ্ধার পাবে।

মণ্ডলীর নেতারা

3 একথা সত্য; যদি কেউ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়কের কাজে আগ্রহী হন, তবে তিনি এক উত্তম কাজ আশা করেন। 2তত্ত্বাবধায়ককে অতি অবশ্যই সমালোচনার উর্দ্ধে থাকতে হবে। তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হবেন। তাঁকে হতে হবে আত্মসংযমী, ভদ্র, সম্মানীয়, অতিথিসেবক এবং শিক্ষাদানে পারদর্শী মানুষ। 3প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করা তাঁর উচিত হবে না। তিনি উগ্রপ্রকৃতির মানুষও হবেন না। তিনি হবেন ভদ্র ও শান্তিপ্রিয়। অর্থের প্রতি তাঁর লোভ থাকবে না। 4তাঁকে এমনই মানুষ হতে হবে যিনি নিজের ঘর সংসার সুষ্ঠভাবে চালাতে পারেন, নিজের ছেলেমেয়েদের সুশাসনে রাখতে পারেন যাতে তিনি তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা পান। 5কেউ যদি নিজের সংসার চালনা করতে না জানে, তবে সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করবে? 6কোন নবদীক্ষিত শিষ্য যেন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক না হয়। এতো শিগ্‌গির তাকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে ভেবে সে হয়তো অহঙ্কারী হয়ে উঠবে। তখন দিয়াবলের মতো তার গর্বের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে; 7আর বাইরের লোকদের কাছেও তার সুনাম থাকা দরকার, যাতে সে কোনভাবে অপদস্থ না হয় এবং শয়তানের ফাঁদে না পড়ে।

মণ্ডলীর পরিচারক

8সেইরকম পরিচারকদেরও সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য মানুষ হতে হবে। তারা যেন এক কথার মানুষ হয়, মাত্রা ছাড়িয়ে দ্রাক্ষারস পান না করে, অপরকে ঠকিয়ে ধনী হবার চেষ্টা না করে। 9তারা যেন নির্মল বিবেক হয় এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রকাশিত গভীর সত্যগুলি নিয়ে আঁকড়ে থাকে। 10প্রথমে তাদের যাচাই করা হোক্। যদি তাদের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু না থাকে, তাহলেই তারা পরিচারকরূপে সেবা করতে পারবে। 11সেইভাবে মণ্ডলীতে মহিলাদেরও সকলের শ্রদ্ধেয়া হতে হবে। তাঁরা যেন অপরের নামে কুৎসা না রটান, যেন মিতাচারী ও সব ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য হন। 12মণ্ডলীর পরিচারকদের যেন একটি মাত্র স্ত্রী থাকে, তারা যেন ভালভাবে তাদের সন্তানদের পালন ও সংসার পরিচালনা করতে পারে। 13কারণ যে পরিচারকেরা ভালভাবে কাজ করে, তারা সুনাম অর্জন করে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে তাদের বিশ্বাসে সাহসী হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের নিগূঢ়তত্ত্ব

14যদিও আমি আশা করছি শিগ্‌গির তোমার কাছে যাব তবু তোমাকে এসব লিখলাম। 15কারণ যদি আমার দেরী হয়, তাহলে যেন তুমি জানতে পার যে ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যে কেমন আচার আচরণ করতে হয়, যা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী–এই মণ্ডলী হল সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত। 16একথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে আমাদের ধর্মের নিগূঢ় সত্য অতি মহান:

খ্রীষ্ট মনুষ্য দেহে প্রকাশিত হলেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে যথার্থ প্রতিপন্ন হলেন, স্বর্গদূতেরা তাঁর দর্শন পেলেন। সর্বজাতির মধ্যে তাঁর সুসমাচার প্রচারিত হল, জগতের মানুষ তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল, পরে স্বমহিমায় তিনি স্বর্গে উন্নীত হলেন।

ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

4 পবিত্র আত্মা স্পষ্টই বলছেন, শেষের দিকে কিছু লোক বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে। যে মন্দ আত্মা মিথ্যা বলে, তারা সেই মন্দ আত্মাকে আনুগত্য দেখাবে এবং ভূতদের শিক্ষায় মন দেবে। 2যারা মিথ্যা বলে ও লোকদের প্রতারণা করে, এসব ভ্রান্ত শিক্ষা তাদের কাছ থেকেই আসে। তারা ভাল ও মন্দের মধ্যে বিচার করতে পারে না। 3এরাই মানুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করে ও কোন কোন খাদ্য খেতে নিষেধ করে । কিন্তু সেই খাদ্য সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এবং যারা বিশ্বাসী ও যারা সত্যকে জানে তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে এই খাবার খেতে পারে। 4বাস্তবিক ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল, ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়। 5কারণ ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে ও প্রার্থনা দ্বারা তা শুচি হয়।

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম সেবক হও

6এইসব কথা ওখানকার ভাই ও বোনেদের মনে
করিয়ে দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম সেবকরূপে গণ্য
হবে। বিশ্বাসের বাক্য ও উত্তম শিক্ষা অনুসরণ করে
তুমি যে শক্তিশালী হয়েছ তার প্রমাণ দেখাতে পারবে।
7ঈশ্বরবিহীন অর্থহীন গল্পের সাথে তোমাদের কোন
সম্পর্ক রেখো না। ঈশ্বরের এক ভক্তিমান সেবক হতে
নিজেকে শিক্ষিত কর। 8শরীর চর্চায় কিছু উপকার হয়
বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সেবা সব দিক দিয়েই কল্যাণ করে,
কারণ তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে লাভের প্রতিশ্রুতি
প্রদান করে। 9যা আমি বলি তা সত্য ও সম্পূর্ণ
গ্রহণযোগ্য। 10এই জন্য আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম ও
সংগ্রাম করছি, কারণ আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপর
প্রত্যাশা রেখেছি, যিনি সমস্ত মানুষের ত্রাণকর্তা বিশেষ
করে তাদের–যারা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখে।

11তুমি এই সব বিষয় পালনের জন্য আদেশ কর ও
শিক্ষা দাও। 12তুমি যুবক বলে কেউ যেন তোমায় তুচ্ছ
না করে; কিন্তু তোমার কথা, স্বভাব, ভালোবাসা, বিশ্বাস
ও পবিত্রতার দ্বারা বিশ্বাসীদের সামনে দৃষ্টান্ত রাখ।
13লোকদের কাছে শাস্ত্র পাঠ করে যাও, তাদের শক্তিশালী
কর ও শিক্ষা দাও। আমি যতদিন না আসি তুমি এই
সব কাজ করবে। 14তোমার মধ্যে যে আত্মিক বরদান
রয়েছে তা ব্যবহার করতে ভুলো না। এক সময় মণ্ডলীর
প্রাচীনেরা তোমার উপর হস্তার্পণ করেছিলেন, সেই সময়
ভাববাণীর দ্বারা সেই দান তোমাতে অর্পিত হয়েছিল।
15ঐসব কাজ করে যাও। ঐ কাজের উদ্দেশ্যে তোমার
জীবন উৎসর্গ কর, তাতে সব লোক দেখতে পাবে
তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে।

16নিজের জীবন ও তুমি যা শিক্ষা দাও সে বিষয়ে
সাবধান থেকো। তোমার ওই সব দায়িত্ব তুমি পালন
করেই চল; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা
তোমার কথা শোনে, তাদেরকেও উদ্ধার করতে পারবে।

অন্যের সঙ্গে বাস করার কিছু নিয়ম

5 তোমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ কাউকে কখনও কঠোরভাবে
তিরস্কার করবে না; তাকে পিতার মত মনে করে
তার কাছে আবেদন কর। তোমার চেয়ে যারা কমবয়সী
তাদের সাথে তোমার ভাইয়ের মত ব্যবহার করো।
2বয়স্কা মহিলাদের মায়ের মতো দেখো। যুবতীদের সঙ্গে
পূর্ণ বিশুদ্ধতার সাথে বোনের মত ব্যবহার করো।

3প্রকৃত বিধবারা–যারা সত্যি একাকী ও বঞ্চিত
তাদের সম্মান কোর, 4কিন্তু কোন বিধবার যদি ছেলেমেয়ে
ও নাতি-নাতনী থাকে তাহলে তারা আগে ঘরের
মানুষেরই প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতে শিখুক।
তা করলে তারা তাদের পিতামাতা ও পিতামহ,
মাতামহের স্নেহের ঋণ শোধ দিতে পারবে। এই কাজ
ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। 5প্রকৃত বিধবা যে পৃথিবীতে
সহায় সম্বলহীনা সে তো ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে
চলে। সে তো দিনরাত ঈশ্বরের কাছে সাহায্য লাভের
জন্য প্রার্থনা জানায়। 6যে বিধবা বিলাস ব্যসনেই দিন
কাটায় তার কথা আলাদা, বলতে গেলে সে জীবিত
থেকেও মৃত। 7এইসব নির্দেশ তুমি বিশ্বাসীদের মনে
করিয়ে দাও, যাতে কারো কোন বদনাম না হয়। 8কোন
লোক যদি তার আত্মীয় স্বজন আর বিশেষ করে তার
পরিবারের লোকদের ভরণপোষণ না করে, তার মানে
সে বিশ্বাসীদের পথ থেকে সরে গেছে, সে তো অবিশ্বাসীর
চেয়েও অধম।

9বিধবাদের তালিকায় এমন বিধবাদের নাম লেখা
চলে যার বয়স কমপক্ষে ষাট বছর, এবং যার একটিমাত্র
স্বামী ছিল। 10যার নানা সৎকাজের জন্য সুনাম আছে
অর্থাৎ যদি সে ছেলেমেয়েদের মানুষ করে থাকে, যদি
বিদেশীদের সেবা করে থাকে, যদি ঈশ্বরের লোকদের
পা ধুইয়ে থাকে, যদি কষ্টে লোকদের সাহায্য করে
থাকে, যদি সমস্ত সৎ কাজের অনুসরণ করে থাকে।

11কোন তরুণী বিধবার নাম তুমি কিন্তু সেই তালিকায়
তুলতে অস্বীকার কোর; কারণ তাদের দৈহিক বাসনা
খ্রীষ্ট ভক্তির চেয়ে প্রবল হয়ে উঠলে তারা আবার বিয়ে
করতে চাইবে। 12তা করলে তাদের প্রথম শপথ ভঙ্গের
দায়ে তারা নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে আনে। 13এ
ছাড়া তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে অলস হতে শেখে,
কেবল অলসই নয়, বরং বাচাল এবং অনধিকার চর্চা
করতে ও যে কথা বলা উচিত নয় সেই কথা বলতে
শেখে। 14অতএব আমার ইচ্ছা তারা আমাদের শত্রুদের
নিন্দা করবার কোন সুযোগ না দিয়ে বরং যুবতী বিধবা
আবার বিয়ে করুক, সন্তানের মা হোক, ঘর সংসার
করুক; 15কারণ কয়েকজন বিধবা তো ইতিমধ্যেই ধর্মের
পথ ছেড়ে শয়তানের পথে চলেছে।

16যদি কোন বিশ্বাসী মহিলার পরিবারে বিধবারা
থাকে, তবে মণ্ডলীকে বোঝাগ্রস্ত না করে তিনিই তাদের
উপকার করুন, তাদের সাহায্য করুন, তার ফলে মণ্ডলী
সেই সব বিধবাদের সাহায্য করতে পারবে যারা সত্যি
নিরুপায়।

17যে বয়স্ক প্রাচীনেরা মণ্ডলী পরিচালনা করেন তাঁরা
দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য, বিশেষ করে যারা বাক্য প্রচার
ও শিক্ষাদান করেন। 18কারণ শাস্ত্র বলছে, “যে বলদ
শস্য মাড়ে তার মুখ বন্ধ কোর না।”* আর “যে কাজ
করে সে তো তার পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য।”*

19কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য
কোর না, যদি না দুই বা তিনজন সাক্ষী সেই অভিযোগ
সমর্থন করে। 20যে প্রাচীনেরা পাপ করেই চলে তাদের
মণ্ডলীতে সকলের সামনে তিরস্কার কর, যাতে অন্যেরা
চেতনা পায়।

21আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর মনোনীত স্বর্গদূতদের
সামনে তোমাকে এই কাজ করতে দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি;
কিন্তু সত্য না জেনে তুমি কারো বিচার কোর না এবং
এটা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে কর।

22মণ্ডলীর সেবার জন্য কাউকে নিযুক্ত করতে ও
তার ওপর হস্তার্পণ করতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিও না। অপরের

“যে ... না” দ্বি বি 25:4

“যে ... যোগ্য” লূক 10:7

পাপের ভাগী হয়ো না। নিজেকে শুদ্ধভাবে রক্ষা কর।
23তীমথিয় শুধু জল খেও না; তার বদলে তুমি একটু
দ্রাক্ষারস পান কোর, কারণ তা তোমার পেটের জন্যে
ভাল হবে ও তোমার বার বার অসুখ হবে না।

24কোন কোন লোকের পাপ সহজেই দেখা যায়,
আর তাদের পাপ এই প্রমাণ করে যে তারা বিচারিত
হবে, আবার কোন কোন লোকের পাপ পরে স্পষ্টভাবে
দেখা যায়। **25**অনুরূপভাবে মানুষের সৎকাজও সহজে
প্রকাশ পায়। এমনকি তাদের স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও
তাদের চিরদিন ঢেকে রাখা যায় না।

6 যারা দাস, তারা নিজের নিজের মনিবদের যথাযোগ্য
সম্মান করুক। তাই করলে ঈশ্বরের নাম এবং
আমাদের শিক্ষার নিন্দা হবে না। **2**যে সব দাসের মনিব
বিশ্বাসী, তারা পরস্পর ভাই। তাই বলে দাসেরা সম্মানের
দিক দিয়ে মনিব ভাইদের কোনভাবে তুচ্ছ না করুক,
বরং সেইসব দাসেরা তাদের মনিবদের আরো ভাল
করে সেবা করুক, কারণ যারা উপকার পাচ্ছে তারাও
বিশ্বাসী।

ভ্রান্ত শিক্ষা ও সত্যিকারের ধন

তুমি লোকদের এই সব অবশ্য শেখাবে ও সেই
অনুসারে কাজ করতে উৎসাহ দেবে। **3**কিছু লোক আছে
যারা অন্যরকম শিক্ষা দেয়; তারা আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের সত্য শিক্ষার সঙ্গে একমত নয়, এবং যে শিক্ষা
প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের সেবার জন্য পথ দেখায়, তা তারা
গ্রহণ করে না। **4**যে ব্যক্তির শিক্ষা ভ্রান্ত, সে গর্বে পরিপূর্ণ
ও অজ্ঞ। সে নিছক কথা নিয়ে রাগ ও তর্কাতর্কি করতে
ভালবাসে; এটাই তার অসুস্থতা, যার ফলশ্রুতি হল
ঈর্ষা, ঝগড়া, পরনিন্দা ও কুসন্দেহ। **5**এই সব লোকদের
কাছ থেকে শুধু ঝগড়া শোনা যায়, এরা দুর্নীতিগ্রস্ত
মনের মানুষ এবং সত্যকে হারিয়েছে। তারা মনে করে
যে ঈশ্বরের সেবা করা ধনী হবার এক উপায়। **6**একথা
সত্যি যে ঈশ্বরের সেবার ফলে মানুষ মহাধনী হতে
পারে, যদি তার কাছে যা আছে তাতেই সে সন্তুষ্ট
থাকে। **7**কারণ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে
আসিনি; আর কোন কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও
পারি না। **8**তাই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান পেলে আমরা তাতেই
সন্তুষ্ট থাকব। **9**কিন্তু যাদের ধনী হবার ইচ্ছা, তারা
প্রলোভনে এবং ফাঁদে পড়ে ও নানারকম মূর্খামির কাজে
ও ক্ষতিকর বাসনায় পড়ে যা যা করে তা তাদের ধ্বংস
ও বিনাশের পথে ঠেলে ফেলে দেয়। **10**কারণ সকল
মন্দের মূলে আছে অর্থের প্রতি আসক্তি। সেই অর্থের
লালসায় কত লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে;
আর তার ফলে তারা নিজেদের জীবনে অনেক অনেক
দুঃখ ব্যথা ডেকে এনেছে।

কিছু জিনিস মনে রাখা উচিত

11কিন্তু তুমি ঈশ্বরের লোক, তাই এই সব থেকে
তুমি দূরে থেকো। সত্য পথে চলতে চেষ্টা কর, ঈশ্বরের
সেবা কর, বিশ্বাস, ভালবাসা, ধৈর্য্যও নম্রতা, এইসবের
জন্য চেষ্টা কর। **12**বিশ্বাস রক্ষা করার দৌড়ে জয়লাভ
করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর। যে জীবন চিরায়ত তা পাবার
বিষয়ে সুনিশ্চিত হও। তোমরা সেই জীবন গ্রহণ করার
জন্য আহূত। **13**অনেক সাক্ষীর সামনে এবং সেই যীশু
খ্রীষ্টের সামনে আমি তোমাকে এই আদেশ করছি, পন্তীয়
পীলাতের সামনে যীশুও সেই মহান সত্যের পক্ষে নির্ভীক
স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। **14**যা তোমাকে আদেশ করা
হয়েছে, তা পালন কর, যেন এখন থেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
পুনরায় না আসা পর্যন্ত অনিন্দনীয় আচরণে তোমার
দায়িত্ব পালন করে চল। **15**নিরূপিত সময়ে ঈশ্বর এসমস্ত
সম্পন্ন করবেন; তিনি সেই পরমধন্য ঈশ্বর, বিশ্বের
একমাত্র শাসনকর্তা যিনি রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু।
16যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, এবং অগম্য
জ্যোতির মধ্যে বাস করেন, যাঁকে কেউ কোন দিন
দেখতে পায় নি, পাবেও না। সম্মান ও অনন্ত পরাক্রম
ও কর্তৃত্ব যুগে যুগে তাঁরই হোক্। আমেন। **17**যারা এই
যুগে ধনী, তাদের এই আদেশ দাও, যেন তারা গর্ব না
করে। সেই ধনীদের বল তারা যেন অনিশ্চিত সম্পদের
উপর আস্থা না রাখে; কিন্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভর
করুক, যিনি আমাদের উদার হাতে সব কিছু ভোগ
করতে দিয়েছেন। ধনীদের বল তারা যেন সৎ কর্ম
করে। **18**তারা যেন সৎকাজ রূপ ধনে ধনী হয়ে ওঠে,
তাদের উদার হতে ও সম্পদ ভাগ করে নিতে প্রস্তুত
হতে বল। **19**এই কাজের দ্বারা তারা স্বর্গে সম্পদ গড়ে
তুলবে; সম্পদের ভিতে গড়ে উঠবে তাদের ভবিষ্যত,
তখন তারা প্রকৃত জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

20শোন তীমথিয়, তোমার ওপর ঈশ্বর যে ভার
দিয়েছেন তা সযত্নে রক্ষা কর। যা তথাকথিত পাণ্ডিত্য
নামে পরিচিত, সেই মূর্খ অসার কথাবার্তার ও তর্কের
মধ্যে যেও না। **21**কেউ কেউ জীবনে ঐ জ্ঞানের দাবি
করে। ঐসব লোক বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের ওপর থাকুক।